পাক্ষিক

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

১ম আষাঢ়, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই মে ১৯৮০ ইং : ১ম শাবান, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ; পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী ১৫ই জুন, ১৯৮০ ইং ৩৪শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "তকব্বরী বা অহংকার"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : "তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য"	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* জুমার খোতবা : 'কুরআনী তত্ব-জ্ঞান শিক্ষা এবং পার্থিব জ্ঞানের মানোন্নয়নের মহাপরিকল্পনা'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৯
* হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর সীরাত	হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৮
* বাইবেলে যীশু ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব	২১
* সংবাদ :		২২

হযরত আকদাসের স্বাস্থ্য

এখানে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদ এই যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এখনও কিডনী ইনফেকশন বশতঃ অসুস্থ আছেন। যদিও উহাতে কিছুটা উপশম হইয়াছে কিন্তু দুর্বলতা অনুভব করিতেছেন।

হুজুর আকদাসের আশু পূর্ণরোগমুক্তি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং তাঁহার মহান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্যের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নিয়মিত খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

মোহতারম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্য দোওয়ার আবেদন

মোহতারম আমীর সাহেব (বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) আহমদনগর হইতে পত্র মারফত জানাইয়াছেন যে, এখন তাঁহার শরীর আল্লাহর ফজলে ভাল, কিন্তু দুর্বলতা বোধ করিতেছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে তিনি সালাম জানাইয়া খাসভাবে দোওয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

১লা আষাঢ়, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই জুন, ১৯৮০ ইং : ১৫ই এহসান, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোটের উপর আভিধানিক শব্দ বিন্যাসের দিক দিয়া طاعة-এর অর্থ কেবল আনুগত্যই বুঝায়না বরং এমন আনুগত্য বুঝায় যাহা আনন্দমনে ও প্রফুল্লচিত্তে স্বীকার করা হয়; বলের বশবর্তি হইয়া এবং বাধ্য হইয়া আনুগত্য স্বীকার করা প্রকৃত طاعة-এর অন্তর্গত নহে। এইরূপে কষ্ট ও ক্লেশে পড়িয়া আনুগত্য স্বীকার করিলে উহাকে طاعة বলা যাইতে পারে না। কোন আমল করিতে গিয়া যদি মনে উৎসাহ ও আগ্রহ বোধ না হয় বরং মনকে উহাতে বাধ্য করা হয় এবং কষ্ট-কল্পনা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হয় উহার জন্য আরবী ভাষায় সাধারণতঃ تطوع শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুরআন করীমেও আসিয়াছে فمن تطوع خيرا فهو خير له (بقر ٤) যে ব্যক্তির পূর্ণ আনন্দ ও উৎসাহ এবং আগ্রহের সহিত পুণ্যকর্ম করিতে না পারে তাহাকে (প্রথমে) কষ্ট-কল্পনার সহিতই পুণ্যকর্ম করা উচিত এবং পুণ্যকর্ম করিতে গিয়া আনন্দও প্রকাশ করা উচিত; যেন এই প্রকাশ না পায় যে সে ইহা বোঝা মনে করিতেছে। এইরূপ করিলে (অবশেষে) তাহার জন্য কল্যাণের সেই সকল দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে যাহা আগ্রহ চিত্তে পুণ্যকর্ম সম্পন্নকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

ইমাম রাগেব স্বীয় পুস্তক মুফরাদাতে লিখিয়াছেন تطوع শব্দটির মূল অর্থ যদিও কষ্ট-কল্পনার সহিত কাজ করা বুঝায় কিন্তু বাক-প্রণালীতে ওয়াজেব ছাড়া নফল স্বরূপ যে কাজ করা হয় উহার জন্যও تطوع শব্দটি ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব উক্ত আয়াতের এই মর্মও হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি নফল স্বরূপ পুণ্য কাজ করিবে তাহা তাহার জন্য উত্তম হইবে।

সুতরাং اطاعت শব্দটির উক্ত অর্থ অনুযায়ী لكم دينكم ولى دين এর মর্ম এই হইবে যে, হে অবিশ্বাসীগণ! তোমাদের اطاعت বা আনুগত্যের মর্ম ভিন্ন এবং আমার اطاعت বা আনুগত্যের মর্ম অন্য। তোমরা কেবল বাহ্যিক আদব-কায়দা পালন করাকেই اطاعت বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ কিন্তু আমি اطاعت কেবল উহাকে বলি যখন মানুষ প্রফুল্লচিত্তে আল্লাহতায়ালার আদেশাবলী পালন করে। এবং পালন করিতে গিয়া স্বাদ ও আন্তরিক আনন্দ বোধ করে। ইহা পরিষ্কারই যে আদেশ পালনে স্বাদ ও আন্তরিক আনন্দের তখনই উদ্ভব হইতে পারে যখন এই সব বিষয় বিদ্যমান থাকিবে, যথা:

১। আদেশগুলির প্রকৃত হিকমত ও তত্ত্ব উপলব্ধি করা।

২। শিক্ষার মধ্যে দয়া-মমতার দিকটা বেশী প্রবল থাকা।

(৩) আদেশ সমূহ পালনে এমন সব কল্যাণ বর্তমান থাকা যাহা আমল করার সময় যে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হইতে হয় উহার তুলনায় অধিক হইবে।

৪। শরীয়ত বা স্বর্গীয় বিধান মানুষের জন্য সর্বাঙ্গীন রূপে উপকারজনক হওয়া, যাহাতে সাধনাকারী ব্যক্তি নিজের মহৎ উদ্দেশ্য উহাতে অবলোকন করিতে পারে।

এই চারটি বিষয় কেবল ইসলাম ধর্মের ভিতরেই বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্য সকল ধর্ম ইহা হইতে বঞ্চিত। ইসলামই এমন এক ধর্ম যাহার প্রত্যেকটি আদেশ হিকমত ও দর্শন জ্ঞানের ভিত্তির উপর সংগঠিত; অর্থাৎ ইসলাম কেবল আদেশই দেয় না বরং আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সংগেই উহার উদ্দেশ্য, উহার হিকমত, এবং উহার উপকার সমূহও ব্যক্ত করিয়া দেয় যাহাতে উহার উপর আমলকারী নিজ মনে আনন্দ ও স্বাদ বোধ করিতে পারে এবং বিশ্বাস করিতে পারে যে সে বৃথা কাজ করিতেছে না অথবা কেবল আদেশই পালন করিতেছে না বরং এমন আদেশের উপর আমল করিতেছে যাহাতে অগণিত ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ও জাতি সম্বন্ধীয় উপকার ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে কেবল আদেশই নহে বরং উহার হিকমত এবং দর্শন জ্ঞানও নবী করীম (সাঃ)-এর উপর আদেশাবলীর সংগেই স্বর্গ হইতে নাজিল করা হইয়াছিল যেমন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন:

وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (نساء ع)

হে রসুল! আল্লাহ তোমার উপর কিতাব এবং উহার দর্শন জ্ঞান নাযিল করিয়াছেন এবং তিনি তোমাকে ঐসব শিক্ষা দিয়াছেন যাহা তুমি ইতিপূর্বে জ্ঞাত ছিলে না; বস্তুতঃ তোমার উপর আল্লাহর বিশেষ ফযল ও ইহ্‌সান রহিয়াছে। অতঃপর বলিয়াছেন যে আদেশ সমূহের হিকমত ও দর্শন জ্ঞান কেবল আমাদের রসুলের ব্যক্তিগত ইল্‌ম-জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নাযিল করি নাই বরং এই জন্য নাযিল করিয়াছি যেন রসুল তাহার অনুগামীদিগকে এই হিকমত ও দর্শন-জ্ঞান বুঝাইতে ও শিক্ষা দিতে পারে যেমন তিনি বলিয়াছেন:

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا

عليهم ايته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين -

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা মোমেনদের উপর বড় এহ্‌সান করিয়াছেন যখন তিনি তাহাদেরই জাতি হইতে এক রসুল আবির্ভূত করিয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনায় এবং তাহাদের অন্তরকে পবিত্র করে এবং জাতিকে উন্নতির উপাদান সমূহ ব্যক্ত করিয়া দেয়, কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেয়, প্রকৃত বিষয় ইহাই যে তাহারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল। অতএব অন্যান্য সকল ধর্মের মোকাবেলায় কেবল ইসলামের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইহা সকল আদেশ প্রদানের সংগে উহার হিক্‌মত ও দর্শন-জ্ঞান ব্যক্ত করিয়া দেয় যেন সাধনাকারীর মনে আন্তরিক আনন্দের সঞ্চার হয় এবং সে আদেশ পালনের স্বাদ ও খুশী লাভ করিতে পারে। ইসলামের এই নিয়ম ধারা কেবল দুই একটি আদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং সমস্ত আদেশের মধ্যেই ইহা পরিলক্ষিত। ইসলামের সকল আদেশ এস্থলে গণনা করিতে এবং তার সংগে হিকমত ও দর্শন-জ্ঞান বর্ণনা করিতে হইলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অতএব বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা সম্ভব নয়, তবে নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইতেছে যেন মর্ম প্রকাশ পায়:

১) সুতরং জানিয়া রাখা উচিত যে আল্লাহতায়ালা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দান করিয়াছেন:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها صل عليهم ان صلوتك سكن لهم و الله سميع عليم (توبة)

অর্থাৎ হে আমাদের রসুল! মুসলমানদের ধন-সম্পত্তি হইতে কিছু টাকা সদকা স্বরূপ অর্থাৎ যাকাত গ্রহণ কর যেন এই পদ্ধতিতে তুমি তাহাদিগকে পাক ও পবিত্র এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তিতে উন্নতি সাধন করিতে পার এবং তাহাদের কুরবানীর আদর্শ দেখিয়া তাহাদের জন্য তাহাদের জন্য দোওয়া করিতে পার; কারণ তোমার দোওয়া শান্তি ও স্বস্তির কারণ হয় তাহাদের জন্য; আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তোমার দোওয়া শ্রবণকারী এবং সকল বিষয় সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতে সর্ব প্রথম আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন

خذ من اموالهم صدقة

অর্থাৎ হে রসুল! মুসলমানদের ধন সম্পত্তি হইতে যাকাত গ্রহণ কর; এই আদেশের সংগে ইহার কারণ ও উদ্দেশ্যও এই বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন تطهرهم و تزكيهم অর্থাৎ যাকাতের প্রথম উদ্দেশ্য تطهرهم শব্দে এই ব্যক্ত হইয়াছে যে যাকাত আদায় করিলে পর আদায়কারী সম্পদে অন্য লোকের প্রাপ্য হক ও ন্যায্য স্বত্ব আদায় হইয়া পাক ও পবিত্র হইয়া যায় কারণ চিন্তা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে প্রত্যেক সম্পদশালী সম্পদ উপার্জনে ও সঞ্চয়নে অন্য লোকেরও সহযোগিতা ও সাহায্য সংযুক্ত থাকে। এইরূপে সেই সম্পদে তাহাদেরও প্রাপ্য হক নিহিত থাকে; তাহাদের পারিশ্রমিক আদায় করা সত্বেও সেই সম্পদে তাহাদের

হক বাকি থাকিয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই সম্পদশালী ব্যক্তি খনি দ্বারা উপকার ও লাভ ভোগ করিতেছে; সে খনির মজুরদিগকে যদি পুর্ণ মাত্রায় মজুরী দিয়াও দেয় তথাপি তাহাদের হক সেই খনিতে বাকি থাকিয়া যায় কেননা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন خلق لكم ما فى الارض جميعا অর্থাৎ, জগতের সকল বস্তু ও সকল ধনভাণ্ডার এবং সকল আকর ও খনি সমস্ত মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে (সুরা বাকারা রুকু ৩)। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। অতএব মজুরী আদায় করিয়া দেওয়ার পরও মজুরের সত্বাধিকার যাহা সমষ্টিগত কল্যাণ স্বরূপ আল্লাহতায়ালা তাহাকে প্রদান করিয়াছেন, আদায় হয় না। ইহা আদায় করার এই উপায়ই হইতে পারে যদি তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিয়া দেওয়া হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতেও হকদারদের হক আদায় হয় না। কারণ মজুরকে তো তাহার হক আদায় করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু অন্যান্য লোকের হক যাহারা উহাতে সমান অংশীদার ছিল অনাদায় থাকিয়া যায়। সুতরাং ইসলাম এই আদেশ দান করিয়াছে যে এই প্রকারের উপার্জিত সম্পদ হইতে কিছু অংশ জাতীয় সরকারী বয়তুলমালে আদায় করা হউক যেন উহা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণার্থে সমষ্টিগতভাবে ব্যয় করা যাইতে পারে।

এইরূপেই জমিদারগণ যাহারা জমি হইতে জীবিকা উৎপন্ন করিয়া থাকে যদিও তাহারা নিজেদের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করে কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ঐ ভূমি হইতে উৎপন্ন ও উপকার ভোগ করে যাহা সমস্ত মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে; সুতরাং উহার উৎপন্ন হইতেও কিছু অংশ সরকারী বায়তুলমালে প্রদান করার জন্য কুরআন আদেশ দান করিয়াছে যাহাতে সকল মানবজাতির কল্যাণার্থে উহা ব্যয় করা যাইতে পারে। এই বিধানানুযায়ী জমিদারকে عشر ওশর (দশমাংশ) আদায় করিতে হয়; এবং মালিকের নিকট যখন টাকাকড়ি একত্রিত হয় সেও উহা হইতে যাকাত প্রদান করে।

তদনুরূপ ব্যবসাদারগণ দেখিতে যদিও নিজেদের সম্পদ দ্বারাই ব্যবসা করিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় নির্ভর করে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর; আর শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করার মধ্যে থাকে প্রত্যেকটি নাগরিকেরই অংশ। সুতরাং তাহাকে তাহার এই অংশ প্রদানের জন্য উপার্জিত সম্পদ হইতে যাকাত আদায় করার জন্য ইসলাম আদেশ দান করিয়াছে যেন উপার্জিত সম্পদ অন্য লোকের অংশ ও হক হইতে পাক-পবিত্র হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

সকল বরকত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লাম হইতে। [ইলহাম—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)]

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯১। তকব্বুর, অহঙ্কার।

৪৯৭। হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যাহার হৃদয়ে অনু পরিমাণ তকব্বুর থাকিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখিল হওয়ার অনুমতি দিবেন না।" এক ব্যক্তি নিবেদন করিল: "মানুষ চায় ভাল কাপড়, ভাল জুতা।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "ইহা তকব্বুর বা অহংকার নয়। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "আল্লাহ্তায়ালা 'জামীল' পরম রূপের আকর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে, তকব্বুর হইল (১) মানুষ সত্য স্বীকার করে, (২) লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং (৩) তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। ['মুসলিম ; 'কিতাবুল্ ঈমান ; 'বাবু তহ্রীমুল্ কিবর' ; ১ঃ ৪২ পৃঃ]

৯২। অত্যাচার, নিগ্রহ এবং অন্যের হক হরণ।

৪৯৮। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু অন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমরা জান কি যে, 'মুফলিস্' (দারিদ্র নিঃস্ব) কে ? আমরা নিবেদন করিলাম: 'যাহার নিকট না থাকে টাকা পয়সা, না থাকে সামগ্রী'। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন: "আমার উম্মতের 'মুফালিস' হইল সে-ই, যে কিয়ামতের দিন রোযা, নামায, যাকাতের 'আমল' (কর্ম) গুলি লইয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু সে কাহাকেও গাল দিয়াছে, কাহারও উপর 'তহমত' (মিথ্যা অপবাদ) লাগাইয়াছে, কাহারও মাল খাইয়াছে, কাহারও অযথা রক্তপাত করিয়াছে, বা কাহাকে মারপিট করিয়াছে। অতঃপর, ঐসব নিগ্রহীত মযলুম দিগকে তাহার নেকী (পুণ্যসমূহ) দেওয়া হইবে। এমন কি, তাহাহাদের দাবী (হক) আদায় হওয়ার পূর্বে তাহার সব নেকী শেষ হইয়া গেলে তাহাদের গোনাহ্ তাহার স্কন্ধে চাপান হইবে। এইরূপে জান্নাতের পরিবর্তে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই মুফ্লিস।' ['মুসলিম ; 'কিতাবুল্-বিরে ওয়াস্-সালাহ্, 'বাবু তহরীমুয্ যুল্ম ; ২ঃ২৮৫ পৃঃ]

৪৯৯। হযরত আনাস্ বিন্ মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: তোমার ভ্রাতার সাহয্য করিবে, সে জালিম (অত্যাচারী) হউক বা মজ্লুমই হউক (তাহার উভয় অবস্থাতেই)।" এক ব্যক্তি নিবেদন করিল: ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ)! আমি ত আমার 'মযলুম' (নিগ্রহীত) ভ্রাতাকে সাহয্যের অর্থ বুঝি, কিন্তু জালেম ('অত্যাচারী') ভ্রাতার সাহায্য কিরূপে করিব ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "তাহাকে জুলুম করিতে রোধ কর এবং নিষেধ কর, ইহাই তাহাকে সাহায্য।"
[বুখারী ; 'কিতাবুল-ইক্রাহ্, 'ইয়ামিনুর'াজুলি লে-সাহেবেহী আন্নাহু আখুহ ; ২ঃ১০২৮ পৃঃ ও ১ঃ৩৩০ খৃঃ]

৯৩। কষ্ট প্রদান অনিষ্ট সাধন

৫০০। হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "কেহ তাহার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করিবে না। কারণ, হইতে পারে, শয়তান তাহার হাত হইতে অস্ত্র বে-কাবু করিয়া ফেলে এবং অন্যের দেহে লাগে। এই প্রকারে সে অগ্নি-গর্তে নিপতিত হইতে পারে।" ['মুসলিম ; 'কিতাবুল-বিরে' ওয়াস্‌ সালাহ ; বাবুন্‌-নাহা আনিল ইশরাতে বিস্‌সালাহ ইলা মুসলিমিন ; ১ঃ২০০ পৃঃ]

৯৪। হাসদ, বিদ্বেষ, অবগ্যা-অনিহা ও অসহযোগ

৫০১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "হাসদ (ঈর্ষা) হইতে বাঁচিবে। কারণ, 'হাসদ' নেকী সমূহকে এরূপ ভস্মীভূত করে, যেরূপ অগ্নি ইন্ধন (বা কাষ্ঠকে) ভস্মীভূত করে।" ['আবু দাউদ ; 'কিতাবুল-আদব' ; 'বাবু ফিল্‌-হাসদ ; ২ঃ৬৭২ পৃঃ]

৫০২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: পরস্পর ঈর্ষা (হাসাদ) পোষণ করিবে না। কখনও অবগ্যা অনিহা না, সম্বন্ধ ছেদন করিবে না। আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দাহ্‌ এবং ভাই-ভাই রূপে বাস করিবে। কোন মুসলমানের জন্য যায়েয নহে যে, সে তাহার ভাইয়ের প্রতি তিন দিন অপেক্ষা অধিক অসন্তুষ্ট থাকে এবং তাহার সহিত সম্পর্ক ছেদন করে। [বুখারী ; 'কিতাবুল আদব ; 'বাবু মা ইয়ানহা আনি-তাহাসোদ ; ২ঃ৮৯৬ পৃঃ]

৫০৩। হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয় যে অসন্তুষ্টি বশতঃ তিন দিন অপেক্ষা অধিক তাহার ভ্রাতার প্রতি সম্পর্কহীন অবস্থায় কাটায়। যদি অসন্তুষ্টিতে তিন দিন কাটিয়া যায় এবং পরস্পর মেলা-মেশা না হয় তবে সে তাহার ভ্রাতার নিকট যাইয়া তাহাকে সালাম করিবে। যদি সে সালামের উত্তর দেয়, তবে উভয়েই সওয়াবে শরীক হইয়া পড়িবে এবং যদি সে সালামের উত্তর না দেয়, তবে গুনাহ্‌ তাহার জিম্মায় ন্যাস্ত হইবে এবং তাহার নিকট যাইয়া যে সালাম করিয়াছে, সে সম্পর্ক কর্তনের গুনাহ্‌ হইতে রক্ষা লাভ করিবে এবং মহা সওয়াবের ভাগী হইবে।" [আবু দাউদ ; 'কিতাবুল্‌ আদব ; 'বাবু হিজরাতুর'াজুলে আখাহু ২ঃ৬৭৯ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
পার্থিব বিদ্যার্জন এবং কুরআনী জ্ঞানাহরণের মধ্যকার পার্থক্য

"আমরা কিরূপে খোদাতায়ালাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি? এবং কিভাবে তিনি আমাদের সহায় হইতে পারেন? এ বিষয়ে তিনি আমাকে বারংবার এই উত্তরই দিয়াছেন যে, (ইহা এক মাত্র) 'তাকওয়ার দ্বারাই (হইতে পারে)'। সুতরাং হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! সচেষ্ট হও যেন মত্তাকী হইতে পার। আমল ব্যতিরকে সব কথাই বৃথা, এবং এখলাস ও আন্তরিক নিষ্ঠা ব্যতিরকে কোন আমল গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং তকওয়া এই যে, সকল প্রকার অন্যায় ও অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া খোদাতায়ালার দিকে ধাবিত হও এবং পরহেজগারীর সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম পন্থাবলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সেগুলি অবলম্বনে যত্নবান থাক।

সর্ব প্রথম নিজেদের অন্তরে নম্রতা, বিনয়, পবিত্রতা ও নিষ্ঠার সৃষ্টি কর এবং সত্যিকাররূপে নম্র ও সরল হৃদয় এবং অমায়িক হইয়া যাও। প্রত্যেক নিষ্ট ও অনিষ্ট, কল্যাণ ও অকল্যাণ সর্ব প্রথম মানবহৃদয়েই দানা বাঁধে। যদি তোমার হৃদয় অনিষ্ট মুক্ত হয়, তাহা হইলে তোমার জিহ্বাও অনিষ্ট মুক্ত থাকিবে; তেমনি তোমার চক্ষু এবং অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও। প্রত্যেক প্রকারের আলো বা আঁধার প্রথমে অন্তঃকরণেই সৃষ্টি হয়; তারপর ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানবদেহে বিস্তারলাভ করে। সুতরাং নিজেদের অন্তরকে সর্বক্ষণ ঘুঁটাইয়া দেখ এবং পান মুখে লইয়া মানুষ যেমন উহাকে ঘুরায় ফিরায় এবং উহার খারাপ ও অব্যবহার্য অংশ কাটিয়া বাহির করিয়া দেয়, তেমনি তোমরাও নিজেদের অন্তরের গোপন ভাব-ধারণা, গোপন অভ্যাস ও প্রচ্ছন্ন আবেগ সমূহকে দৃষ্টির সামনে নিয়ত ফিরাইতে থাক এবং যে ধারণা বা অভ্যাস বা আবেগটিকে খারাপ দেখিতে পাও, উহাকে বাহির করিয়া দাও।" (ইযালা আওহাম)

"পার্থিব বিদ্যার্জন এবং কুরআনী জ্ঞান আহরণের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য আছে। জাগতিক ও আনুষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তকওয়ার শর্ত নাই। সার্ফ ও নহুভ (আরবী ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র), পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিবার জন্য ইহাও জরুরী নয় যে সে ব্যক্তিকে নামাজ রোজায় যত্নবান হইতে হইবে ও আল্লাহতায়ালার আদেশ নিষেধ পালনে সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং তাহার প্রতিটি কথা ও কাজকে আল্লাহ্তায়ালার আহকামের শাসনাধীন রাখিতে হইবে। বরং অনেক সময় সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জাগতিক জ্ঞানের পারদর্শী বা বিদ্যার্থী নাস্তিক-স্বভাবের বশবর্তী হইয়া সর্ব প্রকার অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকে। আজ জগতের সামনে এক বিরাট অভিজ্ঞতা-মঞ্চ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকা (পশ্চাত্য জগৎ)-এর মানুষ পার্থিব জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ

উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহারা নিত্যনতুন আবিস্কারসমূহ করিতে থাকে কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাজনক। লণ্ডনের পার্ক এবং প্যারিসের হোটেলের যে সকল অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে আমরা তো সেগুলির উল্লেখও করিতে পারি না।

কিন্তু আসমানী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানমালা ও কুরআনী তত্ত্বাবলী আহরণের জন্য 'তকওয়া' পূর্বশর্ত। এ ক্ষেত্রে খাঁটি তৌবার প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ বিনয় ও অমায়িকতার সহিত আল্লাহতায়ালার আহকামের জোয়াল কাঁধে না লয় এবং তাঁহার জালাল ও প্রতাপে কম্পমান হইয়া বিনয়াভরে তাঁহার সমক্ষে প্রণত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য কুরআনী এলম ও তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বার উন্মোচীত হইতে পারে না, যে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভে মানব হৃদয়ে আস্বাদন ও স্বস্তির উদ্ভব ঘটে। কুরআন শরীফ খোদাতায়ালার কিতাব, এবং ইহার জ্ঞানরাজী খোদাতায়ালার মষ্ঠির মধ্যে (সংরক্ষিত)। সুতরাং সেগুলি পাওয়ার জন্য তকওয়া হইল সোপান স্বরূপ। এমতাবস্থায়, বে-ঈমান, দুস্কৃতিপরায়ণ, অপবিত্র হৃদয়, পার্থিব বাসনা-কামনার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ কুরআনী জ্ঞান-তত্বে কিরূপে অভিষিক্ত হইতে পারে? সেজন্য কোন মুসলমান মুসলমান নামে আখ্যাত হইয়া, যদিও সে সার্ফ ও নাহ্‌ভ, ভাষাতত্বজ্ঞান ইত্যাদিতে যত বড়ই আলেম-ফাজেল হউক না কেন এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে শীর্ষ-স্থানীয় 'শাইখুল-কুল' বনিয়া বসুক না কেন কিন্তু সে যদি 'তাযকিয়া-এ-'নফস' (আত্ম শুদ্ধি লাভ) না করে, তাহা হইলে কুরআন শরীফের (বিশুদ্ধ) জ্ঞানতত্ব হইতে তাহাকে কোন অংশ দান করা হয় না। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, এই যুগে দুনিয়ার (মানুষের) মনোযোগ পার্থিব বিষয়াবলী সংক্রান্ত জ্ঞানের দিকেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ, এবং পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ আলোক সমগ্র বিশ্বকে স্বীয় নিত্য-নুতন আবিস্কার সমূহের দ্বারা বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। (এমতাবস্থায়) মুসলমানরাও তাহাদের সাফল্যার্জন ও উন্নতি লাভের উদ্দেশ্যে যে পথ চিন্তা করিয়াছে উহা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা ইহাই ধরিয়া লইয়াছে যে, পাশ্চাত্যবাসীদিগকেই তাহারা তাহাদের ইমাম ও নেতা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে এবং ইউরোপের অনুকরণের উপরেই তাহারা গর্ভ বোধ করে। ইহা তো হইল আধুনিক আলোকের মুসলমানদের অবস্থা। আর যাহারা পরাণো রীতির মুসলমান বলিয়া আখ্যাত এবং যাহারা নিজেদেরকে দ্বীনে-ইসলামের রক্ষণা-বেক্ষনকারী বলিয়া মনে করে তাহাদের সারা জীবনের অধ্যায়ন ও পরিশ্রমলব্ধ সারবস্ত এতটুকুই যে, তাহারা সার্ফ ও নহ্‌ভের ঝামেলা-ঝন্‌ঝাটের মধ্যেই আবদ্ধ এবং ضالين (যাল্লীন-দাল্লীন)-এর উচ্চারণের বিষয়ে পরস্পর সংঘর্ষে প্রাণ বিসর্জন করে। কুরআন শরীফের প্রতি তাহাদের মোটেই মনোযোগ নাই; এবং ইহা তাহাদের পক্ষে কিরূপেই বা সম্ভব হইতে পারে? কেননা তাহারা 'তাযাকিয়া-এ-নাসফ' (আত্ম-শুদ্ধি)-এর দিকে মনোযোগী নয়।"

(মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭ ও ৮০৮)

অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৭ই মার্চ ১৯৮০ তারিখে মসজিদ আহ্‌মদীয়া মার্টিন রোড, করাচীতে প্রদত্ত]

এই জামানায় কুরআন করীমকে জানার ও বুঝার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা জরুরী।

এক বৎসরের মধ্যে প্রতিটি আহমদী পরিবারে 'তফসীর সগীর'-এর একটি কপি এবং হযরত মওউদ (আঃ)-এর তফসীরুল-কুরআনের প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ড পৌঁছান উচিত।

যদি আমাদের বংশধরকে কুরবান করীমের গভীরে লইয়া যাইতে হয় তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনকল্পে মেট্রিক পর্যন্ত হওয়া উচিত।

এবৎসর পরীক্ষা দিবে এরূপ প্রতিটি আহমদী ছেলে-মেয়ে যেন আমাকে পত্র লিখে; আমি তাহাদের জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিব এবং পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকারীদিগকে (পুরস্কারস্বরূপ) নিজ স্বাক্ষরে পুস্তকাবলী প্রেরণ করিব।

শতবার্ষিকী জুবিলী-এর ওয়াদার বিষয়ে বন্ধুগণ বড়ই ছিম্মত দেখাইয়াছেন, আদায় বা পরিশোধের ব্যাপারেও তদ্রূপ ছিম্মত দেখানো উচিত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৮ সনে আমি যখন বাহিরে গেলাম, তখন কোপনহেগানে (যেখানে মসজিদ উদ্বোধনও আমার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সোসাইটি (যেগুলির মধ্যে দুইটি ছিল খ্রীষ্টান পাদ্রীদের, আর একটি ছিল গবেষকদের, তাহারা) বলিলেন, "আমারা পৃথকভাবে আপনার সহিত দেখা করিতে চাই।" আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "হাতে সময় কম, আর ব্যাস্ততা বেশী; যদি আপনাদের অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে সকলে একত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" সুতরাং সোসাইটিত্রয় চারজন করিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহারা মোট বারজন একত্র হইয়া আসিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লিডার (নেতা) ছিলেন। অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পক্ষ হইতে খ্রীষ্টানদিগকে সেই যে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে, সুরা ফাতেহার বিষয়বস্তুসমূহ যদি আপনাদের সমগ্র পুস্তক হইতে বাহির করিয়া দেখাইতে

পারেন, তাহা হইলে আমরা মনে করিব যে আপনাদের নিকটেও কোন কিছু (সারবস্তু) আছে—আমি উহার ইংরেজী তরজমা টাইপ করাইয়া রাখিয়াছিলাম তাঁহাদের নিকট পেশ করার উদ্দেশ্যে। আমরা যখন (আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে) বাহিরে গেলাম এবং আমি তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেছিলাম, তখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর উক্ত আহ্বান ও জওয়াবের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম, "এবিষয়ে আমি পূর্বে এইজন্য কথা বলি নাই যে, আমি ইহার উত্তর এক্ষণই চাই না। আপনাদের নিকট এই দাবী জানান হইয়াছিল; বেশ দীর্ঘকাল উহাতে অতিবাহিত হইয়াছে কিন্তু আপনারা নিরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে আজ কেহ এই কথা বলিতে পারেন না যে, যে ব্যক্তি এই আহ্বান জানাইয়া ছিলেন তিনি তো ১৯০৮ইং সনে পরলোক গমন করিয়াছেন সুতরাং আমরা কাহার সামনে যাইয়া সেই আহ্বানের জবাব দিব?' আমি বলিলাম, 'আমি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে মওজুদ রহিয়াছি এবং আমি উহা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করিতেছি; আমার সামনে এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব পেশ করুন। তারপর মোকাবেলা হউক—সুরা ফাতেহার মধ্যে যে সকল জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ব রহিয়াছে সেগুলিই কি অধিক, না আপনাদের সমগ্র ধর্মগ্রন্থের মধ্যকার জ্ঞান সেগুলির তুলনায় অধিকতর রহিয়াছে?" সেই ইংরেজী তরজমার কপি আমি তাঁহাদিগকে দিয়া দিলাম এবং বলিলাম, "সকলে একজোট হইয়া সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর উত্তর দিবেন।"

২৯৬৭ সনের সেই দিনটি জুলাই মাসের কোন একটি দিন ছিল, তারপর হইতে আজ পর্যন্ত কেহই উহার উত্তর দিলেন না। সেখানে বরং তাহারা এই প্রাপাগেণ্ডা করিলেন যে, আমার আচরণ কঠোর ছিল। সেখান হইতে একজন সংবাদিক আসিয়া ছিলেন। তিনি সেখানকার একজন সুখ্যাত সাংবাদিক। তিনি রাবওয়ায় আসেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহারা বলেন যে, হযরত সাহেবের আচরণ কিছুটা কঠোর ধরনের ছিল।" আমি বলিলাম, 'আমার আচরণ তো এই ছিল (যাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি)।' তিনি বলিলেন, 'তবে এই ব্যাপার! ভাল, আমি যাইয়া এখন তাহাদের খবর লইব।' যাহা হউক, তিনি খবর লইলেন বা লন নাই, তাহা ভিন্ন কথা। ব্যাপার তো হইল এই যে, কুরআন আজীম বড়ই মহান কিতাব।

এখন, সুরা ফাতেহার সম্বন্ধে যেহেতু চ্যালেঞ্জ দেওয়া ছিল সেইজন্য আমার স্বতঃই খিয়াল হইল যে, তাহারা যদি প্রস্তুত হইয়া আসেন, অবশ্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহারা কখনও প্রস্তুত হইতে পারিবেন না,) তাহা হইলে আমাকে তো সুরা ফাতেহার তফসীর শুরু করিতে হইবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ), হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) ও মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) সুরা ফাতেহার তফসীর করিয়া গিয়াছেন। তারপর খোদাতায়ালা সুরা ফাতেহার অন্তর্নিহিত অনেক তত্ব ও তথ্য আমাকেও শিখাইয়াছেন—ঐ সব মিলাইয়া সুরা ফাতেহার এক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার তৈরী হয়। তারপর এই জ্ঞানভাণ্ডার স্বয়ং আরও বাড়িতে থাকিবে।

ইহা তো সংকলিত হওয়ার দরকার। সুতরাং এই ধারণার ভিত্তিতেই কুরআন শরীফের সেই তফসীর, যাহা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর (গ্রন্থাবলি হইতে সংকলিত) তফসীর। উহা ছাপাইতে আরম্ভ করিলাম। একটি খণ্ডে সুরা ফাতেহার তফসীর। বড়ই আশ্চার্যজনক তফসীর; বড়ই আকর্ষণীয়, বড়ই মনোরম, বড়ই সুস্বাদু—অধ্যায়নে মানুষ অত্যন্ত আবিভূত হয়। সমস্ত খোদ্দামের নিকট উক্ত তফসীরের কয়টি কপি আছে—তাহা কি আপনারা জানেন? মাত্র ৬২জন খোদ্দামের কাছে করাচীর ৯টি 'হালকা'-এর মধ্যে সুরা ফাতেহার তফসীর রহিয়াছে। মাত্র ৩৬জন খোদ্দামের নিকট সুরা বাকরার তফসীর আছে। সমস্ত করাচীর মধ্যে মাত্র ১৬জন খোদ্দামের কাছে 'আলে-ইমরান ও সুরা নেসা'-এর তফসীর আছে, মাত্র ১০জন খোদ্দামের কাছে সুরা তৌবা (এবং উহার সংগে আর কয়েকটি সুরা)-এর তফসীর রহিয়াছে, এবং মাত্র ১৫জন খোদ্দামের কাছে সুরা ইউনুস হইতে সুরা কাহাফ পর্যন্ত সুরাগুলির তফসীর আছে। (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়ে আমার মনে দুইটি প্রস্তাব বা পরিকল্পনার উদয় হইয়াছে। একটির উল্লেখ তো আমি পূর্বে করিয়া আসিয়াছি। উহাকে এস্থলে রাখিতেছি। দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় (Point) আছে। সে সম্বন্ধে পৃথকভাবে কথা বলিব অর্থাৎ (ঘরে ঘরে তফসীর পৌছানোর উদ্দেশ্যে) ক্লাব স্থাপনের বিষয়ে আমার পরিকল্পনা বর্ণনা করিয়াছি। আমি খোদ্দামকে বলিয়াছিলাম যে আমাদের দেশে পুস্তক ক্রয় করার প্রতি যে মনোযোগের অভাব উহার দুইটি কারণ রহিয়াছে। এক তো এই যে, আমাদের দেশ দরিদ্র; মানুষ এত টাকা-কড়ি ব্যয় করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পড়ার অভ্যাস নাই। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, আমি ইংল্যাণ্ডে (অক্সফোর্ডে) পড়া-শুনা করিয়াছি, বহুবার রেলে সফর করার সময় আমি অবলোকন করিয়াছি যে, রেলগাড়ী হইতে একব্যক্তি কোন একটি ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে এবং সে পড়ার জন্য যে সকালবেলার পত্রিকা নিজের পয়সা খরচ করিয়া ক্রয় করিয়াছিল উহা তাহার সিটের উপর ছাড়িয়া গিয়াছে; আর একব্যক্তি সেই ষ্টেশন হইতে উঠিয়া গাড়ীতে তাহার সিটে বসিয়াছে এবং দেখিতে পাইয়াছে যে একটি পত্রিকা পড়িয়া আছে। সে উহা তুলিয়া পার্শবর্তী সিটে রাখিয়া দিয়াছে এবং পরবর্তী ষ্টেশনে নামিয়া সেই পত্রিকাই কিনিয়া আনিয়াছে। চাহিয়া লইয়া অথবা তুলিয়া লইয়া পাঠ করার অভ্যাস তাহাদের মোটেই নাই। সেজন্য তাহারা পয়সা খরচ করে এবং পড়ার পর ফেলিয়া দেয়। আমাদের সমগ্র প্রতীচ্যের দেশগুলির এই দুর্ভাগ্য যে এখানে মানুষের পড়ার অভ্যাস নাই; জ্ঞান আহরণের অভ্যাস নাই; লিখা বা জানার অভ্যাস নাই; একাগ্রচিত্ততা (Concentration)-এর অভ্যাস নাই; মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার অভ্যাস নাই, জ্ঞানালোক অর্জন করিয়া ক্রমাগত আগে বাড়িবার অভ্যাস নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র ও বিশেষত্ব থাকা উচিত। অনেক গুলি ব্যাপারে তাহা আছে; এই ক্ষেত্রেও একজন আহ্‌মদী এবং পৃথিবীর এতদঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা উচিত।

আপনারা আশ্চার্যান্বিত হইবেন, অর্থাৎ ইহা তো সুরা ফাতেহার মাত্র ৬২টি কপির ব্যাপার, কিন্তু আমেরিকায় যাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম বা বদ ধর্ম অথবা নাস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া আহ্‌মদী মুসলমান হইয়াছেন, যাহাদের আহ্‌মদীয়াতের উপর মাত্র তিন চার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, ইংরেজী ভাষায় পাঁচ খণ্ডের তফসীর ঐ সকল আহ্‌মদীদের ঘরে ঘরে মওজুদ রহিয়াছে এবং তাহারা সেগুলি পাঠ করেন, শুধু পাঠই করেন না বরং ফোন তুলিয়া আমাদের মোবাল্লেগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'এই আয়াত আছে, ইহার এই তফসীর, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দিন।' সেখানে তিন মিনিটের ফোন হয় না, যত টাকা দিতে আপনি প্রস্তুত আছেন (সেই অনুযায়ী ফোন হয়) অর্থাৎ সেখানে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইহা বলে না যে, তিন মিনিট হইয়াছে বা দশ বা ত্রিশ মিনিট পার হইয়াছে; শুধু বিল বলিয়া দেয় যে এত মিনিট আপনি ফোন করিয়াছিলেন, উহার এত টাকা পরিশোধ করুন। কিন্তু আমাদের তো বই পড়ার অভ্যাস হওয়া উচিত; বিশেষতঃ সেই সকল পুস্তক যেগুলি আমাদের প্রাণ স্বরূপ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) -এর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া যদি আমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূর আহরণ না করি তাহা হইলে আমাদের জীবিত থাকার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?! আমি বলিয়াছি, ক্লাব গঠন করুন, খোদ্দাম নিজেদের বানাইবে, আনসার নিজেদের এবং লাজনা নিজেদের। এবং উহাদের প্রথম পর্যায় হইবে এই যে, (পূর্বে যে কথা আমি বলিয়াছিলাম, এখন উহার অতিরিক্ত একটি কথা বলিতে যাইতেছি,) প্রতিটি ঘরে হয়ত স্বামী-স্ত্রী দুইজন আছেন, সন্তান এখনও হয় নাই, অথবা আট দশজন লোক আছেন এবং তাহাদের dependents আছে—ছেলেরা বড় হইয়াছে। সুতরাং প্রথম পর্যায় হইবে এই যে, প্রত্যেক গৃহে 'তফসীরে সগীর'-এর একটি কপি থাকিতে হইবে, অথবা যদি কেহ ইংরেজী বেশী পছন্দ করেন, তাহা হইলে তিনি তফসীরের ফুট-নোট সহ ইংরেজী তরজমা ওয়ালা কুরআন করীম ঘরে রাখিবেন। উক্ত তফসীরের ফুট-নোটগুলি 'তফসীরে সগীর'-এর অনুসরণেই লিখিত হইয়াছে এবং আমার খেলাফতকালের প্রথমদিকে কতকগুলি বিষয়-বস্তুর উপর আমি আলোকপাত করিয়াছিলাম, জনাব মালেক গোলাম ফরিদ সাহেব সেগুলিকেও ইংরেজী তফসীরের ফুট-নোটের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখন গৃহবাসীর ইচ্ছা, হয়ত তিনি বা তাহারা 'তফসীরে সগীর' রাখুন অথবা তফসীরে-সগীরের মতই আমাদের প্রকাশ করা তফসীরের ফুট-নোট সহ ইংরেজী তরজমার কুরআন শরীফ রাখুন।

দ্বিতীয় পর্যায় হইল এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ৫ খণ্ডে প্রকাশিত 'তফসীরুল-কুরআন' চলতি বৎসরের মধ্যে প্রতিটি গৃহে রাখিতে হইবে। ইহার জন্য আমি একটি পরিকল্পনা বা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিয়াছি।

আমি বলিয়াছিলাম যে, আমাদের একটি অসুবিধা এই যে, আমাদের এত টাকা নাই। যেমন, একটি পরিবার মাসিক মাত্র দেড়শত টাকা উপার্জন করিতেছে। আর এই পুস্তক-গুলির দাম দেড়শত টাকার উপর দাঁড়ায়। সেই পরিবার একবারেই সেগুলি কিরূপে ক্রয়

করিতে পারে। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত আমাদের কাজ করিতে হইবে।

আমি ইহা চাই যে, আপনাদের মধ্যে কেহও যেন বদদিয়ানত (অসাধু) সাব্যস্ত না হয়। বস্তুতঃ আপনাদের এই গয়রত (আত্ম-মর্যাদাভিমান) থাকা উচিত যেন আপনাদের মধ্যে কেহও বদ-দিয়ানত প্রতিপন্ন না হয়। যদি আপনারা দিয়ানতদার হন, তাহা হইলে, আপনাদের হাতে পুস্তক তুলিয়া দিতে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের দ্বিধাবোধ হয় না।

ক্লাবের কথা যেভাবে আমি বলিয়াছি সেইভাবে সুচিন্তিত রূপে আপনারা তাহা গঠন করুন। পুস্তকের মূল্য বাবদ কিস্তি প্রত্যেকে নিজের আয় অনুযায়ী কম বা বেশী নির্ধারণ করিতে পারেন। যেমন, মাসিক দুই টাকা, তিন, পাঁচ বা দশ টাকা করিয়া পরিশোধ করিতে থাকুন। নিয়মিতভাবে প্রত্যেকেই যথাস্থানে পৌছাইয়া যাইবেন। টাকা পৌছাইবার বা জমা দেওয়ার স্থান এরূপ হইতে হইবে যেখানে আসিতে কাহারও বেশী কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। দশ মাইল ব্যবধান হইতে দুই টাকা খরচ করিয়া আসিয়া দুই টাকা যেন পৌছাইতে না হয়, বরং বিনা পয়সায়, পায়ে হাটিয়া আসিয়া দেয় টাকা জমা দেওয়া যায়। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আমাদের সকল সংগঠনগুলিকে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার মত efficient (যোগ্য ও দক্ষ) হওয়া উচিত। আপনাদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুস্তকাদী আমি রাবওয়া হইতে পাঠাইয়া দিব, এবং আপনারা সেগুলি প্রতিটি গৃহে দিয়া দিবেন। পুস্তকের মূল্য পরিশোধ দুইরূপে হইতে পারে—হয়ত আমি রাবওয়াকে বলিব, আপনাদের নিকট হইতে কিস্তিওয়ারী টাকা লইতে। যেমন, সম্পূর্ণ বিল যদি ১০ হাজার টাকার হইয়া থাকে এবং আপনাদিগকে উহা দশ মাসে পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে আপনারা মাসিক এক হাজার করিয়া দিয়া দিবেন। যদি ২০ মাসে পরিশোধ করিতে হয়, (এই বিষয়ে পূর্বেই ফয়সালা হইয়া যাইবে) তাহা হইলে আপনারা পাঁচ শত টাকা করিয়া দিবেন এবং নিয়মিতভাবে দিবেন যেন একটি চিঠিও আপনাদের কাছে রিমাইণ্ডার হিসাবে না দিতে হয়। তেমনি ধারায় লাজনারাও কাজ করিবেন, তেমনি আনাসারাও করিবেন। কিন্তু উক্তিনটি সংগঠন আমার নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করিতেছে কি না, তাহা সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের জন্য জামাত একটি কমিটি গঠন করিবে। আমার উদ্দেশ ইহা নয় যে, প্রথম পর্যায়েই কোন গৃহে এক খণ্ড তফসীরের ৩ কপি একত্র হউক। আমার উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ একটি ঘর যেখানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বয়সের কোন ছেলে বা যুবক নাই, সেখানে আনসার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিবেন। আর যদি এরূপ ঘর হয় যেখানে কোন পুরুষই নাই—যেমন, কোন কোন অবুঝ 'বৃদ্ধা যুবতী'—কুমারী মেয়ে যে চাকুরীতে লাগিয়াছে এবং ২৮/৩০ বৎসর যাবৎ একা আছে অর্থাৎ তাহার বিবাহ হয় নাই—তাহার স্বামীই নাই, (অথবা সেখানে বিধবা মহিলা আছে)—এরূপ মহিলা লাজনা ইমাউল্লাহর সদস্য হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে পুস্তক লইবে। সুতরাং জামাত একটি কমিটি গঠন করিবে, সেই কমিটি দেখিবে যেন সংগঠনগুলির মধ্যে co-ordination বিদ্যমান থাকে। একটি গৃহে

মাত্র একটি সংগঠনের মাধ্যমেই পুস্তক যাইবে। এবং এই বৎসরের মধ্যেই পুস্তকগুলি আপনাদের হস্তগত হওয়ার টারগেটকে সুসম্পন্নতায় পৌঁছাইতে হইবে। তেমনি কিস্তিওয়ারী টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিচালনার নেগরানী করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই সকল জ্ঞানভাণ্ডার তাহাদের ঘরে পৌঁছানো উচিত। আমরা তাহাদের গৃহগুলিকে নূর এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণ ও বরকাতের দ্বারা ভরিয়া দিতে চাই। এই সকল গ্রন্থ অর্থাৎ তফসীরে সগীর এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পাঁচ খণ্ড তফসীর এক বৎসর কালের মধ্যে প্রতিটি আহমদী গৃহে মওজুদ হওয়া উচিত। সংগঠন সমূহের কাজ একত্রে শুরু হইতে হইবে এবং পৃথক ভাবে রিপোর্ট আমার নিকট আসিবে। যাহারা সামর্থ্য রাখেন তাঁহারা আগামী জুমার পূর্বেই পুস্তক খরিদ করিয়া লউন। আমাকে ইহাও দেখিতে হইবে যে, আপনাদের প্রয়োজন অনুপাতে রাবওয়ায় পুস্তকাবলীর ষ্টক মওজুদও আছে কিনা অথবা নুতন করিয়া ছাপাইতে হইবে। সেইজন্য আমি এক বৎসর সময় রাখিয়াছি। কেননা এই ঘোষণার পর আমি জিম্মাদার (দায়িত্ব আমার উপর বর্তাইবে), ইনশাআল্লাহ্‌, যাহাতে আপনারা এক বৎসরের মধ্যে উক্ত গ্রন্থাবলী পাইয়া যান।

দ্বিতীয়তঃ আমি আমাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমার অন্তরে অত্যন্ত প্রকটরূপে উদ্রেক করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর মেধা ও ধীশক্তির ক্ষেত্রে তাঁহার দান হিসাবে পূর্বে যতটুকু রহ্‌মত বর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী রহ্‌মত এই পরবর্তী সময়ে তিনি বর্ষণ করিতে চলিয়াছেন, ইনশাআল্লাহ্‌। এবং জামাত আহ্‌মদীয়ার ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) যে, মেধা ও ধীশক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, উহার পরিপোষণ ও বিকাশের ব্যবস্থা করিবে।

বিগত সালানা জলসায় সংক্ষেপে যে স্কীম এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি বর্ণনা করিয়াছিলাম উহার প্রয়োগ কার্যতঃ পঞ্চম শ্রেণী হইতে শুরু হয়। অন্য কথায়, সেই ক্লাশ হইতে শুরু হয় যে ক্লাশের পরীক্ষা স্কুল বা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ পরীক্ষা তো স্কুলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত যথাসম্ভব সমস্ত পরীক্ষাই স্কুলে হয়। পঞ্চম শ্রেণী হইতেই সরকারী শিক্ষা-ভিবাগের পক্ষ হইতে পরীক্ষা গৃহীত হয়। উহা বোধ হয় সকল ছাত্রের নেওয়া হয় না। যাহা হউক, প্রথম কথা আমি ইহা বলিতে চাই যে, প্রতিটি আহমদী ছেলে-মেয়ে যে পরীক্ষাই সে দেয় উহার ফল প্রকাশ হইলে আমাকে যেন পত্র লিখিয়া জানায়। আমি তাহাকে আমার স্বাক্ষরে পত্রের জবাব পাঠাইব। ইহা তো প্রথম শ্রেণী হইতে সর্ব স্তরের সকল ছেলে-মেয়ের জন্য প্রয়োজ্য। আর পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়াছে এরূপ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যাহারা ৩০০ Top (উর্ধতন) পজিশন-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে (বরং যাহারা প্রথম ৫০০ পজিশনেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে) তাহাদিগকে আমি আমার পক্ষ হইতে পত্র ব্যতীত এরূপ কোন তফসীর গ্রন্থ যাহা এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী ও বোধগম্য হইতে পারে—(আর না হয় ৪ বৎসর পরেই

তাহারা উহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে) এরূপ তফসীর গ্রন্থ আমি আমার স্বাক্ষর সহকারে পাঠাইব। কেননা যেমন সুরা ফাতেহার তফসীর যাহা ছাপিয়াছে তাহা যদি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীকে দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা তাহাদের জন্য কিছুটা কঠিন হইবে এবং বোধগম্য হইবে ন।

তেমনিভাবে অষ্টম শ্রেণীতে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের পক্ষ হইতে গৃহীত পরীক্ষায় উহার Result (ফল)-এর তালিকায় উপরের ৩০০ পজিশনের অন্তর্ভুক্ত আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে আমার স্বাক্ষরিত পত্র সহ কোন গ্রন্থ পাঠাইব।

দশম শ্রেণীতে প্রতিটি বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০০ শীর্ষস্থানীয় পজিশনের অন্তর্ভুক্ত আহ্‌মদী ছাত্রদিগকে তাহাদের মেধা-বুদ্ধি অনুপাতে পাঁচ খণ্ড তফসীরের কোন একটির উপর দস্তখত করিয়া প্রীতি জ্ঞাপক পত্র সহ পাঠাইব।

তেমনিভাবে ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় শীর্ষের ২০০ ছাত্র এবং বি, এ, ও বি, এস-সি-এরও উপরের ২০০ ছাত্রের মধ্যে যতজন আহ্‌মদী ছাত্র স্থান লাভ করিবে, তাহারা আমাকে পত্র দিয়া জানাইবে যে, তাহাদের পজিশন যেমন ১০১ বা ১১০ ইত্যাদি (অর্থাৎ ২০০-এর মধ্যে তাহাদের যে পজিশনই হইবে তাহা পত্রে লিখিবে) ; তাহাদিগকেও অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

তেমনি এম, এ, এম, এস-সি এবং ডাক্তারী, ইঞ্জনিয়ারিং ইত্যাদি সাবজেক্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বউর্ধ ৭ জনের মধ্যে যতজন আহ্‌মদী হইবে তাহাদিগকে পাঁচটি তফসীরের সেট অথবা 'তফসীরে সগীর' কিংবা উহার ইংরেজী তরজমা তোহফা হিসাবে আমি দিব এবং উহাদের উপর লিখিয়া দিব, 'আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে এত হিম্মত দান করিয়াছেন, আরো হিম্মত তিনি দিন।'

এম, এ এবং এম, এস-সি-এর পরে পি, এইচ, ডি, ইত্যাদি যে সব ডিগরী আছে যাহা এদেশে দেওয়া হয় সেগুলিতেও সর্বউর্ধ ৭ জনের মধ্যে যাহারা থাকিবে তাহাদিগকেও উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সুতরাং আমি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর আস্থা রাখি যে, এখন আমি যে ওয়াদা করিয়াছি উহা পূরণ করিতে আমার কোনই অসুবিধা বোধ হইবে না, ইনশাআল্লাহ্‌। আপনারাও নিজ নিজ অন্তরে এই অঙ্গীকার করুন এবং আপনাদের ছেলে-মেয়েরাও অঙ্গীকার করুক যে, আপনারা সকলেই ওয়াদা পূরণ করিবেন অর্থাৎ তাহারা পত্র লিখিবে। এ বৎসর প্রতিটি পরীক্ষার্থী ছেলে-মেয়ের পক্ষ হইতে আমার নিকট পত্র আসা চাই। এ সকল পত্র যদি দশ হাজারও হয় তাহাতে আমি তুল্যরূপে আনন্দিত হইব। সেগুলির উত্তর আমার স্বাক্ষর সহকারে দিব এবং উল্লিখিত তরতিবের সহিত তাহাদিগকে পুস্তকাবলি তোহ্‌ফারূপে পাঠাইব।

যে স্কীম সম্বন্ধে আমি সালানা জলসায় ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আমরা বৃত্তি দিব এবং মেধাবী ছাত্রদিগকে পড়াইব, বর্তমান স্কীম সেই স্কীম হইতে ভিন্ন।

এক তো আমি এই ঘোষণা করিয়াছি যে আমাদের প্রতিটি ছাত্র অর্থাৎ School going age (স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়স)-এর ছেলে-মেয়ে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে স্কুলের লেখা-পড়া পরিত্যাগ করিবে না। এরূপ একটি জামাত সৃষ্টি হওয়া উচিত যাহাদের মধ্যে Age group অনুসারে মেট্রিক পাশ নাই এরূপ একজনও না থাকে। এবং ইহা এক বিরাট ব্যাপার; পরে ঘরে যাইয়া চিন্তা করিবেন—অনেক বিরাট বিষয়। যদি আমরা ইহাতে সফলকাম হইতে পারি এবং সমগ্র জামাত যদি দৃঢ় সংকল্প লইয়া সচেষ্ট হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহাতে সফলতা অর্জন করিব—ইহাতে এমন কোন শর্ত নাই যে, কেহ থার্ড ডিভিশনে পাশ হয় অথবা সর্ব নিম্ন নম্বরে পাশ হয় যাহার মাত্র আর এক নম্বর কম হইলে সে ফেল করিত—তাহাতে কিছু যায় আসে না; মেট্রিক পাশ হওয়া চাই। এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী খরচ পূরণে যদি কাহারও মাতা-পিতা সামর্থ্য না রাখে সেই ব্যয়ভার জামাতকে বহণ করা উচিত। কেননা ইহা এক মহান পরিকল্পনা এবং আমি যে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমরা genius (প্রতিভাসম্পন্ন) বা উচ্চস্তরের মস্তিষ্কের অধিকারী ছাত্রদিগের যত্ন লইব—উহা হইতে ইহা ভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা। কেননা, মেট্রিকের পূর্বে প্রতিটি মস্তিষ্কের আমাদের যত্ন লইতে হইবে কিন্তু স্বীয় পরিণতি ও উপকারীতার দিক দিয়া ইহা কম গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নয় বরং পরিধি ও প্রসারতার দিক দিয়া ইহা উহার চাইতেও বৃহত্তর পরিকল্পনা।

আমি এখন আপনাদিগকে আমার পরীক্ষা বা অভিজ্ঞতার কর্ম-ক্ষেত্র স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছি। ..... সেজন্য আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি যে আপনারা আমার সহিত (মনে মনে, উচ্চৈস্বরে নয়) এই অঙ্গীকার করুন যে, আপনারা যাহারা শিক্ষার্থী বা ছাত্র, আমার সহিত ওয়াদা পূর্ণ করিবেন, আমাকে নিশ্চয় চিঠি লিখিবেন, এবং যাহারা মাতা-পিতা তাহারা ওয়াদা করুন যে, তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয় আমাকে পত্র দিবে, তাহাদের ফেরেস্তি (তালিকা) আমার নিকট পাঠাইবেন। ইহা আমি বিশেষ কারণে বলিতেছি কেননা আমাদের এখানে ডাকের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এমনও হইতে পারে যে, এক শত পাঠানো পত্রের মধ্যে ৮৫টি হস্তগত হয়, আর ১৫টি উধাও হইয়া যায়। সুতরাং ফেরেস্তিসমূহ আমাকে পাঠাইবার যেন ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে কোন পাত্র যদি গায়েবও হয় তবুও যেন আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে।

উক্ত স্কীম প্রকৃতপক্ষে প্রথমে বর্ণিত বিষয়বস্তুর যে অংশ ছিল উহার সহিতই ঘুরিয়া আসিয়া মিলিয়া যায়। কেননা, আমাদের সকলকে যদি কুরআন করীম শিখাইতে হয় তাহা হইলে আমাদের প্রতিটি ছেলে-মেয়ের দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া থাকা উচিত। যে লেখা-পড়া জানে না, সেও যদি মেধাবী ও বুদ্ধিমান হয় তাহা হইলে কুরআন করীমের এলেম বা জ্ঞান সে হাসিল করিতে পারে। একবার (অনেক পূর্বের কথা যখন আমি বালক ছিলাম) লাহোর হইতে আমাদের এক 4th year (৪র্থ বর্ষের) ছাত্র তাহার সঙ্গে একজন গয়র আহমদী

বন্ধুকে সলানা জলসা উপলক্ষে কাদিয়ান আনে। তাহারা পরস্পর মাদ্রাসা আহমদীয়ায় আলোচনা করিতেছিল। সেই জামানায় তো আমাদের সংখ্যা অনেক কম ছিল ; ছোট ছোট রুমে জামাতসমূহ থাকিত। সেখানে তাঁহারা জলসার সময়ে অবস্থিত ছিলেন। পরস্পর কথা-বার্তা চলিতেছিল। আমাদের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র এক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। সে বলিল, 'আমি তো মৌলবী নই। এখনই কোন মৌলবী সাহেবকে লইয়া আসিতেছি।' যাহা হউক, সে পার্শ্ববর্তী রুমে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, সেখানে এক ব্যক্তি শুভ্রকেশ বিশিষ্ট, পাগড়ী পরিহিত দাঁড়ীও তাঁহার আছে অতি সুন্দর তাঁহার চেহারা। সে তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে করিল, কোন একজন মৌলবী সাহেবই হইবেন তিনি। সুতরাং তাঁহাকে গিয়া সে বলিল যে, এইভাবে ফোর্থ ইয়ারের এক ছাত্র বন্ধু আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছে এবং আমরা কথা-বার্তা বলিতেছিলাম কিন্তু একটি কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আসিয়া বুঝাইয়া দিন।' সেই ব্যক্তি বলিলেন, চল, আমি বুঝাইয়া বলিয়া দিব। তিনি সঙ্গে আসিলেন। তাহার বন্ধু এই প্রশ্ন করিতেছিল (সেই প্রশ্ন সঠিক, না ভুল—সে বিষয় আমি ছাড়িয়া দিতেছি, এখন সে সম্বন্ধে বলার সময় নয়), হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পুত্র খলিফা হওয়া উচিত নয়। আর তারপর উহা বংশানুক্রমে চলা উচিত নয়। তিনি উহার উত্তরে বলিলেন, 'ইহা কি কোন একটা কঠিন প্রশ্ন? হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খলিফা হইলেন মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব এবং তাঁহার পুত্রগণ আর খলিফা হন নাই, মৌলানা নূরুদ্দীন (রঃ)-এর পর হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব খলিফা হন এবং তিনি মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর পুত্র ছিলেন না।' সুতরাং প্রশ্নটি সে এরূপই করিয়াছিল যাহার মধ্যে যৌক্তিকতা ছিল না কিন্তু সেই ব্যক্তি যিনি যাইয়া বুঝাইয়া আসিলেন তিনি নিজে তাঁহার সই পর্যন্ত করিতে জানিতেন না। তবে ইহা ঠিক যে, তিনি ধীমান ছিলেন। ঐ সকল লোক আসিয়া হযরত সাহেবের খোৎবা সমূহ শুনিতেন। Literacy এক জিনিস, আর এলেম আর এক জিনিস। সুতরাং Literate তো তাঁহারা হইয়া যান। অনেকে আবার মেট্রিক পাশ কিন্তু জ্ঞান তাহাদিগকে স্পর্শও করে নাই। সুতরাং কতক লোক যাহারা Literate তো বটে—পড়িতে পারে, লিখিতে পারে কিন্তু এলেম বা জ্ঞানের প্রতি তাহাদের কোনই অনুরাগ নাই। সুতরাং প্রতিটি আহমদীকে আমরা কাল্পনিক Literate নয় বরং প্রকৃত আলেম (জ্ঞানী) বানাইতে চাই। আর তাহার জন্য Literate হওয়াও জরুরী।

কুরআন করীমের জ্ঞানের গভীরে যদি তাহাদিগকে আমাদের লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কমপক্ষে তাহাদের মেট্রিক পর্যন্ত লেখা-পড়া থাকা আবশ্যক। তারপর তাহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, হুশিয়ার, তাহারা ইনশাআল্লাহ আগে বাড়িবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা যেন জামাতে আহমদীয়াকে এলেম ও জ্ঞানের ময়দানে এতই বরকত ও আশিসে পরিপূর্ণ করেন যে উহার ফলে আজ যাহারা জগতে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের জন্যও আহ্‌মদীগণ বিস্ময়ের কারণ হন। (আল-ফজল ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮০)

অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

'কুদরতে সানিয়া' বা প্রতিশ্রুত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফত আলা মিনহাজুন-নবুয়ত'-এর প্রথম বিকাশ-স্থল—

হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর সীরাত

—মহামান্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান

[১৯৭৯ ইং ডিসেম্বর মাসে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব-আদালতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ও জাতিসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (মুদ্দা জিল্লুহুল আলী) উক্ত বিষয়ে যে সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা দিয়াছেন, উহা আল-ফজল ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮০ইং হইতে সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল মৌলানা নুরুদ্দীন (রাঃ) বহুবিধ কীর্তি সমাধা করেন। তিনি জামাতে নিয়মিত ওয়াএজ ও মুবাল্লেগ নিযুক্ত করেন। জামাতের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেন। কুরআন শরীফের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিতরণের ধারা অব্যাহত রাখেন। এতীমদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। পুণ্যাজ'নের সকল পথে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া নিজেকে জামাতের জন্য নমুনা ও আদর্শ রূপে পেশ করেন। জামাতের রুহানী তরবিয়ত (আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন) করেন। তাঁহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হইল খেলাফতের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ। তিনি খেলাফত সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেইসব বিষয় বারংবার এবং শক্তিশালী ভাষায় যদি বর্ণনা না করিতেন, তাহা হইলে জামাতের একতার সূত্র ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর যেরূপে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে পরেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে খাড়া করিয়া মুসলিম উম্মতকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী-মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে পরেই হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-কে খাড়া করিয়া জামাত আহ্‌মদীয়ার মজবুতি, সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতার উপরণ সৃষ্টি করিয়াছে।

তাঁহার মহান ব্যক্তিত্ব ছোট-বড়, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য কল্যাণবর্শী ছিল। অত্যন্ত সরল-প্রাণ, অমায়িক, উদার ও অকৃত্রীম ছিলেন তিনি। ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার মজলিস ছিল সর্বৈবঃ সরল, অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর। তাঁহার দরবারে প্রতিটি ব্যক্তিই অবাধে হাজির হইতে সক্ষম ছিল।

১৮ই নভেম্বর, ১৯১০ সনে ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইয়া তিনি আহত হন এবং তাঁহার ডান কানের পার্শদেশে গভীর যখম হয়, যাহা পরে কঠিন ঘায়ে পরিণত হয় কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহাকে আরোগ্য করেন। অসুস্থতার সময়ে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি তাঁহার বিশ্রামাগার হইতে বাহির হন নাই কিন্তু মানুষের চিকিৎসা, জ্ঞান-বিতরণ ও তরবিয়ত-দানের কল্যাণধারা অব্যহত থাকে। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাগুলি সেই অসুস্থতা-কালের পরবর্তী সময়ের।

তাঁহার নিজের প্রতি হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ)-এর স্নেহ ও প্রীতির উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত চৌধুরী সাহেব বলেন : সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সনে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর জিয়ারত হাসিলের আমার সৌভাগ্য হয়। হযরত ওয়ালেদা সাহেবা হযরত আকদাসের নিকট বয়েত (দীক্ষা গ্রহণ) করিলেন; সেই সময় আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অক্টোবর, ১৯০৪ সনে হুজুর আকদাস শিয়ালকোটে পদার্পন করেন। সেখানে তাঁহার অবস্থানকালে তাঁহার সহিত হযরত ওয়ালেদ সাহেব এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আমীন সাহেবের চারদিন ব্যাপী সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাক্ষাৎকার গুলিতে তাঁহার সহিত কোথপোকতন ও ভাব-বিনিময় হইতে থাকে। আমিও ঐ সকল সাক্ষাৎকারে তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিতাম এবং এইরূপে আমি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। উহার পর হযরত ওয়ালেদ সাহেব যখনই আদালত বিরতিকালীন ছুটিতে কাদিয়ান যাইতেন, তখন আমিও সঙ্গে থাকিতাম। সেই সময়কার মজলিস গুলিতে শামিল হইবার এবং তাঁহার সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য ঘটিতে থাকে। এপ্রিল ১৯০৭ সনে ওয়ালেদ সাহেবের নামে হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ)-এর পত্র আসিল; উহাতে লিখা ছিল যে, 'আপনার পুত্রের বয়েত করাইয়া দিন।' সুতরাং সেপ্টেম্বরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর হাতে আমি বয়েত করিয়া লই। ইতিপূর্বে আমি নিজেকে আহ্‌মদী হিসাবেই মনে করিতাম কিন্তু হযরত মৌলবী সাহেব (রাঃ) যদি দৃষ্টি আকর্ষণ না করাইতেন, তাহা হইলে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র হস্তে বয়েত গ্রহণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতাম।

হযরত চৌধুরী সাহেব বলেন : তিনি (হযরত মৌঃ নূরুদ্দীন) খলিফা হইলে এই অধম তাঁহার নিকট বয়েতের উদ্দেশ্যে হাজির হয়, এবং উহার পর তাঁহার সহবত ও স্নেহাশিসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করিতে থাকি।

১৯১০ইং সনে অসুস্থ থাকা কালীন তিনি বাহিরে যাইতে পারিতেন না। সেইজন্য মসজিদের পরিবর্তে তাঁহার পালং-এর নিকটই নামাজ আদায় করিতেন। তিনি গাও তাকিয়ায় ঠেস দিয়া উপবেশন পূর্বক রোগীদিগকে দেখিতেন, বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে আগমনকারীদের অভাব ও উদ্দেশ্যাবলী পূরণ করিতেন। খেলাফতের মসনদ সংক্রান্ত আহকাম ও নির্দেশাবলী জারী করিতেন। আযান পড়িলে বন্ধুগণকে বলিতেন, 'মসজিদে যাইয়া নামায আদায় করুন'। আমি প্রথম দিন যখন হাজির হইলাম এবং তাঁহার ইরশাদ অনুযায়ী নামাযের জন্য মসজিদের

উদ্দেশ্যে যাইতে ধরিলাম, তখন তিনি ফরমাইলেন, 'তুমি এখানেই নামাজ আদায় কর'। সেই সময়ে শেখ তাইমুর সাহেব নামাজের ইমামতি করাইতেন। আমি হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ)-এর দক্ষিণ পার্শ্বে কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানে দাঁড়াইতাম ; তিনি ডান হাত দিয়া আমাকে ধরিয়া তাঁহার কাছে টানিয়া লইতেন। একদিন ঘটনাক্রমে তাইমুর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি আমাকে নামায পড়াইবার জন্য ইরশাদ করিলেন, এবং নিজে আমার ইক্তেদায় (অনুবর্তিতায়) নামায পড়িলেন। একবার তাঁহার পবিত্র গা-হাত টিপিয়া দেওয়ার আমার সুযোগ ঘটে। সেই দিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'মিঞা, আমি আপনার জন্য বহু দোওয়া করিয়াছি।'

ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি করিতে লাগিলাম। তখন আমি তাঁহার সমীপে অনুমতি লাভের প্রত্যাশী হইলাম। তিনি আমার চিঠির উপর সংক্ষেপে লিখিলেন, 'ইস্তেখারা করুন, নিজেও এবং আপনার পিতাও। যদি তৃপ্তি বোধ করেন, তাহা হইলে অনুমতি আছে।' ইংল্যাণ্ডে যাইয়াও আমি তাঁহার খেদমতে পত্র লিখিতে থাকি। তিনি আমার সকল পত্রের উত্তর দান করিতেন। আমার প্রত্যাগমন তাঁহার ওফাতের কয়েক মাস পরে ঘটে। তারপর যখন আমি কাদিয়ানে গেলাম, তখন স্নেহবর মিঞা আব্দুল হাই মরহুম (হযরত খলিফা আওয়ালের পুত্র) আমাকে জানাইলেন, তিনি (রাঃ) যখন জুমার নামাযের জন্য মসজিদে যাইতে প্রস্তুত হইতেন, তখন বলিতেন, 'জাফরুল্লাহ্‌র চিঠিগুলি আমার পকেটে দিয়া দাও, আমি তাহার জন্য দোওয়া করিব।'

ইংল্যাণ্ড রওয়ানা হইবার পূর্বে তিনি স্নেহের সহিত আমাকে তাঁহার কাছে বসাইয়াছিলেন এবং কতিপয় উপদেশ লিখাইয়াছিলেন, যেগুলি দ্বারা আমি বহু উপকৃত হইয়াছি।

মোহতারম চৌধুরী সাহেব বলেন, ১৩ই মার্চ ১৯১৪ সনে ২টা ২০ মিনিট সময়ে ঠিক নামাজে নিয়োজিত অবস্থায় তিনি তাঁহার ঊর্ধ্বতন বন্ধু আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে প্রস্থান করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁহার মৃত্যুতে পাক-ভারতের পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখিয়াছেন :

"হযরত নুরুদ্দীন সাহেব ভেরাবাসী, অতঃপর কাদিয়ানবাসী এযুগের সেই মহাজ্ঞানী আল্লামা ছিলেন, যাঁহার সারাটা জীবন কুরআন শরীফ পড়িতে ও পড়াইতে অতিবাহিত হইয়াছে। প্রতিটি ধর্ম ও মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষ হইতে যে তিনি কুরআনী আয়াত সমূহের দ্বারা প্রদান করিয়াছেন। তিনি ছিলেন কুরআন তফসীরের এক বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার।"

[আল-হিলাল (কলিকাতা), ১৮ই নভেম্বর ১৯১৪ইং পৃঃ ৩৭৩)]

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

বাইবেলে যীশু ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

	যীশু	হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)
১।	পথ (যোহন—১৪:৬)	সকল সত্যের পথ প্রদর্শক (যোহন—১৬:১৩)
২।	সত্য (ঐ)	সত্যের আত্মা (ঐ)
৩।	জীবন	অনন্ত জীবনের অধীকারী এবং চিরস্থায়ী জীবনদাতা (যোহন—১৪:১৫-১৬) (সুরা আনফাল, ২৫ আয়াত)

যীশু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে অন্তরবর্ত্তী কালের জন্য কেবল বনি ইস্রাইলের হারানো মেষের জন্য পথ, সত্য ও জীবন ছিলেন। বস্তুতঃ এ বাক্য প্রত্যেক নবী ও তাঁহার কার্যকাল ও কার্যক্ষেত্রের জন্য সত্য ছিল। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সমস্ত সত্যের পথ প্রদর্শক, সত্যের আত্মা এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী ও চিরস্থায়ী জীবন দাতা। তজ্জন্য যীশু তাঁহার অনুগামীগণকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আগমন করিলে তাহারা অবশ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। (যোহন ১৪:১৫-১৬)

—মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া।

ভুল সংশোধন

বিগত ৩১শে মে ১৯৮০ইং তারিখে প্রকাশিত 'আহমদী'-এর সংখ্যায় জুমার খোৎবার মধ্যে ১৩ পৃষ্ঠায় ২০ নং ছত্রে ভুলবশতঃ ছাপিয়াছে : 'সে ইহা জানে না যে, ।' উক্ত বাক্যে 'না' শব্দটি হইবে না।

অত্র সংখ্যায় ১০ ও ১১ পাতায় যথাক্রমে ১৭ ও ২৭ নং লাইনে '২৯৬৭ সনের' পরিবর্তে ১৯৬৭ হইবে এবং 'লিখা বা জানার অভ্যাস নাই'-পরিবর্তে 'শিখা ও জানার অভ্যাস' হইবে।

সংবাদ ঃ

খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ১লা জুন রবিবার বাদ আছর ঢাকা আঞ্জুমনে আহমদীয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস (২৭শে মে) উপলক্ষে এক জলসার আয়োজন করা হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার নায়েব আমীর মোহ্‌তরম জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব। খেলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়া বহু তত্ব ও তথ্যপূর্ণ এবং মূল্যবান বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মৌলভী আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী, মৌলভী আব্দুল আজীজ সাদেক, সদর মুরুব্বী, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা, নায়েবে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, সেক্রেটারী তালীম ও তসনীফ, বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়া ও জনাব মৌলভী মকবুল আহ্‌মদ খাঁন, আমীর, ঢাকা আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া।

সভাপতির ভাষণে জনাব নায়েব আমীর সাহেব এই দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া বলেন, আমাদিগকে খেলাফতের পূর্ণ আনুগত্য মানিয়া লইতে হইবে। এবং খলিফায়ে-ওয়াক্তের প্রতিটি হুকুমের এতায়াত করিতে হইবে।

মোহ্‌তরম জনাব আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া অসুস্থতার জন্য সভায় ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী জনাব শহীদুর রহমান সাহেবের মাধ্যমে এক নাতিদীর্ঘ পয়গামে সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের দিনের শিক্ষা এই যে, খেলাফত আল্লাহতায়ালার রজ্জু এবং ইহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হইবে। খেলাফতের দরবার হইতে যখন কোন ডাক আসে তাহা পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত পালন করিতে হইবে। খেলাফত ও নেজামে খেলাফতের সম্মুখে নিজেকে বিনাশর্তে সমর্পন করাই আজকের দিনের মহান শিক্ষা।

অতঃপর দোয়া ও মিষ্টি আপ্যায়নের মধ্যেমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইহা ছাড়াও চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, মাহমুদ নগর, পটুয়াখালী জমাত সমূহে অনুরূপভাবে খেলাফত দিবস উপলক্ষে জলসা অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল না।

শুভ বিবাহ

গত ২রা মে ৮০ইং তারিখে বাদ জুমা বগুড়া নিবাসী জনাব জহুরুল হক সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতনী মোসাম্মত শাহনাজ তালাৎ-এর সহিত ময়মনসিংহ ধানী খোলা নিবাসী মাষ্টার হাফিজ উদ্দিন সাহেবের প্রথম পুত্র খোদাদাদ আজীজ আহমদের সহিত ১১,১১১/-টাকা দেন মহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব আলতাফ হোসেন সাহেব, প্রেসিডেন্ট বগুড়া জামাত। উক্ত বিবাহ যাহাতে বা-বরকত হয় সেজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়া প্রার্থী।

—সাইফুর রহমান

শোক সংবাদ

রাবওয়া, ৩রা জুন—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পৌত্রী, কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা ও হযরত মির্যা সুলতান আহমদ (রাঃ)-এর বড় বধূ এবং হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের শাশুড়ী মোহতারেমা সাহেবজাদী আমাতুস-সালাম সাহেবা ৭৩ বৎসর বয়সে ১লা জুন বিগত রাত্রে ১ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন)। তিনি ঐ-এর অসিয়ত কারিণী ছিলেন তাঁহাকে বেহেশতি মকবেরায় সমাধিস্থ করা হয়। জানাযায় নামাজ পড়াইয়াছেন সাহেবজাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব, ওয়াকীলে আ'লা, তাহরীকে জদীদ, রাবওয়া।

ইসলামাবাদে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) মরহুমার গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেন।

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ 'মজলিসে আমেলা'

মোহতারম জনাব সদর সাহেব, কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ (রাবওয়া) এর অনুমোদন ক্রমে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর মজলিসে আমেলার সদস্যদের নাম বন্ধুদের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া হইল :—

১।	নায়েব নাজেমে আলা—	মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব
২।	মোতামাদ উমুমী—	,, মজহারুল হক সাহেব
৩।	,, ইসলাহ ও ইরশাদ—	,, মকবুল আহমদ খান সাহেব
৪।	,, তালীম	,, আলী কাশেম খান চৌধুরী
৫।	,, মাল	,, আবদুল মতিন সাহেব
৬।	,, ইছার—	,, আলহাজ মোহাম্মদ আবদুস সালাম
৭।	,, তাজনীদ—	,, এ, টি, এম, হক সাহেব
৮।	,, তরবীয়ত—	,, মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব
৯।	,, তাহ্‌রীকে জদীদ—	,, শামসুর রহমান সাহেব
১০।	,, ওয়াক্‌ফে জদীদ—	,, আবদুল কাদের ভূঞা সাহেব
১১।	,, তালীফ ও তসনীফ—	,, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব
১২।	,, জেহানত ও সেহেতে জিসমানী—	,, শেখ আবদুল গনি আহমদ সাহেব
১৩।	,, নায়েব নাজেমে আলা— (সাফে-দোম)	,, শহীদুর রহমান সাহেব

—ওবায়দুর রহমান ভূঞা
নাজেমে আলা,
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, ঢাকা।

"হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজকে বাঁচাও এবং পরিবারকেও বাঁচাও আগুন হইতে।"
—সুরা তাহরিম, ১ম রুকু।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয়

বার্ষিক তালিম-তরবিয়তি ক্লাশ

২৭শে জুন ১৯৮০ রোজ শুক্রবার হইতে ৪ঠা জুলাই ১৯৮০ পর্যন্ত।

জনাব বিভাগীয় কায়েদ/জিলা কায়েদ/স্থানীয় কায়েদ সাহেবান।

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক তা'লিম-তরবিয়তী ক্লাশ আগামী ২৭শে জুন রোজ শুক্রবার হইতে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত (৮দিনের) দারুত তবলীগ, ৪নং বক্সী বাজার রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ। কমপক্ষে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী সকল আতফাল ও খোদ্দামকে এই গুরুত্বপূর্ণ তা'লিম-তরবিয়তী ক্লাশে অংশ গ্রহণ করিয়া দ্বীনি শিক্ষা হাসিল করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রসংগক্রমে জামাতের সকল অভিভাবকগণের নিকট আবেদন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তানদেরকে এই ধর্মীয় শিক্ষা মূলক ক্লাশে প্রেরণ করিয়া আমাদের এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করিতে সাহায্য করেন।

উল্লেখ করা যাইতেছে যে প্রত্যেককে নিজস্ব বিছানা ও আনুসংগিক জিনিষ-পত্র সংগে আনিতে হইবে। প্রত্যেক মজলিস হইতে কমপক্ষে দুইজন প্রতিনিধি অবশ্যই এই ক্লাশে যোগদান করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে প্রতিনিধিগণের যাতায়াত খরচের জন্য স্থানীয় মজলিসের সকল খোদ্দাম মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এই ক্লাশ সকল দিক হইতে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং খাসভাবে দোয়া জারী রাখার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

খাকসার

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

নায়েব সদর মজলিস

সেই জ্যোতিতে (সাঃ) আমি বিভোর হইয়াছি।
অমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)]

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor